

বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

"Bangladesh Bank-Authorized Dealers' Forum" এর ৩৪তম সভার রেকর্ড নোটস্‌।

"বাংলাদেশ ব্যাংক-অনুমোদিত ডিলারস ফোরাম" এর ৩৪তম সভা ০৭/০২/২০২৪ তারিখ সকাল ১১:০০ ঘটিকায় ফোরামের আহবায়ক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক জনাব কাজী রফিকুল হাসানের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের মূল ভবনের ৫ম তলাস্থ জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ফোরামের সদস্য ও প্রতিনিধিদের তালিকা পরিশিষ্ট "ক"তে দেখানো হ'ল।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে নতুন যোগদানকারীদের পরিচিতি বিনিময়ের মধ্য দিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার শুরুতে বিগত ৩৩তম সভার রেকর্ডনোটস উপস্থাপন করা হলে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অতঃপর বিগত সভার সিদ্ধান্তগুলোর পরিপালন/বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভাকে অবহিত করা হয়। এ পর্যায়ে ৩৩তম সভা হতে ৩৪তম সভা পর্যন্ত সময়কালে জারিকৃত বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত বিভিন্ন সার্কুলার ও সার্কুলার লেটারসমূহের প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা প্রদান/স্পষ্টীকরণ করা হয়। অতঃপর উত্থাপিত অন্যান্য বিষয়ে সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রমিক নম্বর	আলোচ্য বিষয়	উত্থাপনকারী	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পক্ষ/পক্ষসমূহ
০১.	OEMS এ Full ও Partial Overdue এর বিপরীতে রিপোর্ট নিশ্চিত করা প্রসঙ্গে।	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	এফইওডি'র পক্ষ থেকে সভাকে অবহিত করা হয় যে, Overdue Exp এর বিপরীতে রপ্তানিমূল্য প্রত্যাভাসন বিলম্ব হওয়ার কারণ, ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা ও মামলার তথ্য (যদি থাকে) Online Export Monitoring System (OEMS) এ রিপোর্ট করার জন্য FEOD কর্তৃক পত্র, ইমেইল ও ফোনে তাগাদা প্রদান করা সত্ত্বেও কতিপয় ব্যাংক অনলাইন রিপোর্টিং সম্পন্ন করেনি। এ প্রেক্ষিতে, সকল Full ও Partial Overdue এর বিপরীতে বর্ণিত রিপোর্টিং প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে নিশ্চিত করার জন্য সকল ব্যাংককে সভা হতে পুনরায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	সকল ব্যাংক
০২.	আমদানি এলসি/কন্ট্রাক্টের তথ্য রিপোর্ট করার সময় পণ্যের বিবরণ যথাযথভাবে রিপোর্ট করা প্রসঙ্গে।	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	GFET-2018, Volume-1, Chapter-7, Para-20 মোতাবেক এবং এফই সার্কুলার পত্র নং-৩৬/২০২৩ মোতাবেক এলসি স্থাপনের পূর্বে পণ্য মূল্য আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা যাচাই করার জন্য ব্যাংকসমূহ বরাবর নির্দেশনা জ্ঞাপিত রয়েছে। তবে, সাম্প্রতিক সময়ে আমদানিকৃত পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে প্রকৃত মূল্যের সাথে রিপোর্টকৃত তথ্যের ব্যাপক অমিল পরিলক্ষিত হচ্ছে মর্মে এফইওডি'র প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করলে এফইপিডি'র পরিচালক মহোদয় এলসি স্থাপনের পূর্বে পণ্যের মূল্য যথাযথ প্রক্রিয়ায় যাচাই করার এবং নির্ভুলভাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ড্যাশবোর্ডে রিপোর্ট করার জন্য ব্যাংকসমূহকে আরও সতর্ক ও মনোযোগী হওয়ার পরামর্শ প্রদান করলে সভার সভাপতি তা অনুসরণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	সকল ব্যাংক
০৩	IMP-এর বিপরীতে বিল অব এন্ট্রি ওভারডিউ থাকা অবস্থায় এলসি/এফটিটি স্থাপন প্রসঙ্গে।	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	এফইওডি'র পক্ষ থেকে সভাকে অবহিত করা হয় যে, GFET-2018, Volume-1, Chapter-7, Para-27(b) & Para 31(c) এবং এফইপিডি সার্কুলার লেটারঃ ১৩-তে বর্ণিত নির্দেশনা মোতাবেক কোন IMP-এর বিপরীতে বিল অব এন্ট্রি ওভারডিউ থাকা অবস্থায় এফইওডি কর্তৃক তা	সকল ব্যাংক

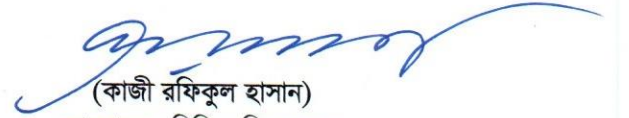
			দাখিলের সময় বর্ধিত করা না হলে কিংবা এফইওডি হতে পূর্বানুমোদন গ্রহণ করা না হলে সংশ্লিষ্ট আমদানিকারকের অনুকূলে নতুন এলসি/এফটিটি স্থাপন না করার নির্দেশনা রয়েছে। তবে, সাম্প্রতিক সময়ে কিছু কিছু ব্যাংক কর্তৃক এ নির্দেশনা লংঘনের বিষয়টি পরিলক্ষিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে, প্রদত্ত নির্দেশনার যাতে আর কোন ব্যত্যয় না ঘটে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকার জন্য সভার সভাপতি সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	
০৪.	স্থানীয় প্রকল্প কর্তৃপক্ষের অনুকূলে বৈদেশিক মুদ্রায় গ্যারান্টি ইস্যু করার ক্ষেত্রে 'স্থানীয় প্রকল্প কর্তৃপক্ষ' সম্পর্কে স্পষ্টতা প্রসঙ্গে।	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, GFET অধ্যায় -১৬, অনুচ্ছেদ-১১ অনুযায়ী, অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকগুলো নিবাসীদের পক্ষে, আন্তর্জাতিক/বিদেশী দাতাসংস্থা/বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নকৃত পণ্য/পরিষেবা সংগ্রহের দরপত্রের বিপরীতে স্থানীয় প্রকল্প কর্তৃপক্ষের অনুকূলে বিডবল্ড/পারফরমেন্স বন্ড/গ্যারান্টি বৈদেশিক মুদ্রায় ইস্যু করতে পারে। GFET-তে "স্থানীয় প্রকল্প কর্তৃপক্ষ" এর কোন সংজ্ঞা নেই। এক্ষেত্রে, গ্যারান্টি বেনিফিশিয়ারি একটি সরকারী সত্তা হলে, এটিকে "স্থানীয় প্রকল্প কর্তৃপক্ষ" হিসাবে বিবেচনা করা যায় কিনা তা ব্যাংকটির প্রতিনিধি সভায় জানতে চান। সার্বিক আলোচনান্তে এ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, যেকোনো সরকারি সংস্থা স্থানীয় প্রকল্প কর্তৃপক্ষ হিসেবে বিবেচিত হবে।	-
০৫.	আমদানিকারক ব্যাংক কর্তৃক রপ্তানি বিলের "early settlement fee" আদায় এবং তা "ডিসকাউন্ট কমিশন" পরিভাষায় উল্লেখ করা প্রসঙ্গে।	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	বিদেশ থেকে অর্থপ্রদান করার সময়, আমদানিকারকদের ব্যাংকগুলি ক্ষেত্রবিশেষে "early settlement fee" আদায় করছে কিন্তু তা 'ডিসকাউন্ট কমিশন' হিসাবে উল্লেখ করছে যা রপ্তানিকারক ব্যাংকের জন্য বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে মর্মে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের প্রতিনিধি সভায় মতামত ব্যক্ত করলে এফইপিডির পরিচালক মহোদয় এ ক্ষেত্রে "early settlement fee" ব্যবহার করা যৌক্তিক হবে মর্মে অভিমত দেন, যা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।	-
০৬.	আমদানি ঋণপত্রের বিপরীতে স্বীকৃত বিলের মূল্য যথাসময়ে পরিশোধের বিষয় প্রসঙ্গে।	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, আমদানি ঋণপত্রের বিপরীতে স্বীকৃত বিলের মূল্য যথাসময়ে পরিশোধের বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনরুত্তীর্ণ সত্ত্বেও বিভিন্ন এলসি ইস্যুকারী ব্যাংক মেয়াদপূর্তিতে প্রচ্ছন্ন রপ্তানি বিলের মূল্য পরিশোধ করছে না এবং অনেক ক্ষেত্রে তা দীর্ঘ সময়ের জন্য বকেয়া থাকে যা বেশ অস্বাভাবিক এবং ঋণপত্র ব্যবস্থার পরিপন্থী। ফলস্বরূপ, গ্রাহকদের ক্যাশ সাইকেল বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং তারা স্বাভাবিকভাবে ব্যবসা পরিচালনা করতে (যেমন অন্তর্নিহিত ইডিএফ বা অন্যান্য আমদানি অর্থ প্রদানের জন্য) অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছেন। এছাড়াও, ইপিজেড-এ রপ্তানির ক্ষেত্রেই এক্সপি মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে গ্রাহকদের নতুন ইডিএফ ঋণ সুবিধা ও নগদ প্রণোদনা প্রাপ্তিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। সার্বিক আলোচনান্তে সভার সভাপতি স্বীকৃত বিলমূল্য যথাসময়ে যথানিয়মে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহকে পরিশোধ করার তাগিদ দেন।	সকল ব্যাংক
০৭.	স্বাক্ষরবিহীন ইলেকট্রনিক চুক্তি 'Firm Contract' হিসাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে কিনা সে প্রসঙ্গে।	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, কিছু রপ্তানিকারক ডিজিটাইজডভাবে/ইলেকট্রনিক্যালি (কোন স্বাক্ষর ছাড়াই) চুক্তি (Contract/PO/PI) পেয়ে থাকে। যেহেতু GFET-তে 'Firm Contract' এর কোন সংজ্ঞা নেই, এই স্বাক্ষরবিহীন চুক্তি 'Firm Contract' হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে কিনা এ বিষয়ে ব্যাংকটির	-

			প্রতিনিধি প্রস্তাব করলে এফইপিডির আমদানি নীতি শাখার অতিরিক্ত পরিচালক আমদানি নীতি আদেশ ২০২১-২৪ এ ক্রয়/বিক্রয় চুক্তির আবশ্যিক শর্তাবলী সম্পর্কে আলোকপাত রয়েছে মর্মে মতামত ব্যক্ত করলে সভার সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকলকে তা অনুসরণ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	
০৮.	রপ্তানির ক্ষেত্রে বিল অফ লেডিং এর স্বাক্ষর যাচাই প্রসঙ্গে।	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	GFET, অধ্যায়-৮, অনুচ্ছেদ ১০ (৪) অনুযায়ী, রপ্তানিকারকদের দ্বারা উপস্থাপিত শিপিং নথির সত্যতা নিশ্চিত করার জন্য, অনুমোদিত ডিলার ব্যাংককে বিল অফ লেডিং-এ কৃত স্বাক্ষরগুলি শিপিং কোম্পানির যথাযথভাবে অনুমোদিত কর্মকর্তাদের নমুনা স্বাক্ষর এর সাথে মিলিয়ে দেখতে হয়। কিন্তু প্রত্যেকটি কেইসে এটি সম্পাদন করা বেশ সময়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য বিষয়। এমতাবস্থায় বিল অফ লেডিং এর স্বাক্ষর যাচাইকরণ প্রক্রিয়াটির অপসারণ বা বাঁকিভিত্তিক পদ্ধতিতে কেবল রপ্তানি-অর্থায়ন এর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় কিনা বিষয়টি বিবেচনার্থে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক সভায় পেশ করেছে। বিদ্যমান প্রেক্ষাপটে স্বাক্ষর যাচাই করা সহজসাধ্য বিষয় নয়। বিদ্যমান নির্দেশনা পর্যালোচনা করে বিকল্প কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় কিনা সে বিষয়টি এফইপিডি (রপ্তানি শাখা) যাচাই করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	রপ্তানি নীতি শাখা, এফইপিডি, বাংলাদেশ ব্যাংক
০৯.	OIMS-এ বিশদ অবলোকনপূর্বক অভ্যন্তরীণ ব্যাক টু ব্যাক এলসি এডভাইসিং এর শিথিলতার অনুরোধ প্রসঙ্গে।	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	এডভাইসিং ব্যাংক হিসেবে, কেবল OIMS-এ এলসির বিশদ হালনাগাদ করা হলেই অভ্যন্তরীণ ব্যাক টু ব্যাক এলসি এডভাইস করতে হয়। এটি এলসি এডভাইসিং-এ অপারেশনাল চ্যালেঞ্জ তৈরি করে কারণ OIMS-এ বিশদ আপডেট করার জন্য ব্যাংকগুলির সাথে ফলো-আপ করতে হয়। যেহেতু এলসিগুলো অথেনটিকেটেড চ্যানেলের মাধ্যমে আসছে, OIMS-এ বিশদ অবলোকনপূর্বক অভ্যন্তরীণ ব্যাক টু ব্যাক এলসি এডভাইসিং এর শিথিলতার জন্য স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক সভায় উল্লেখ করলে এফইপিডির পরিচালক মহোদয় মতামত দেন যে, বিদ্যমান এডভাইসিং প্রক্রিয়া অব্যাহতি দিলে মূল্য পরিশোধে বিলম্ব হওয়াসহ জালিয়াতির সুযোগ তৈরী হতে পারে। সার্বিক আলোচনান্তে, সভার সভাপতি বিদ্যমান রীতি অনুসরণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	সকল ব্যাংক
১০.	বিদেশি সংস্থা কর্তৃক বাণিজ্যিক আমদানির পূর্বে প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানি দপ্তরকে অবহিতকরণ প্রসঙ্গে।	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, আমদানি নীতি আদেশ ২০২১-২০২৪ এর অনুচ্ছেদ ২২ এর (৩) অনুযায়ী বিদেশি কোম্পানি বা সংস্থা কর্তৃক বাণিজ্যিক পণ্য আমদানির পূর্বে প্রধান নিয়ন্ত্রক, আমদানি ও রপ্তানি দপ্তরকে লিখিতভাবে পণ্যের এইচএস কোড, পণ্যের বিবরণ, পরিমাণ, মূল্য, বিদেশি রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্যাদি অবহিতকরণের বিধান রয়েছে। উক্ত আদেশ পরিপালনের জন্য বহুজাতিক বিদেশি আমদানিকারকগণ এলসি খোলার পূর্বে আমদানি ও রপ্তানি দপ্তরকে অবহিত করে উহার প্রমাণসহ এলসি খোলার আবেদন করতে গিয়ে নানাবিধ প্রতিকূলতার সম্মুখীন হচ্ছে এবং তাদের এলসি খোলার প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও সময়মত সম্পাদন করতে ব্যর্থ হচ্ছেন মর্মে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকগণ ব্যাংককে অবহিত করেছেন। সার্বিক আলোচনান্তে, এ বিষয়ে এফইপিডির আমদানি নীতি শাখা-১ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	আমদানি নীতি শাখা-১, এফইপিডি, বাংলাদেশ ব্যাংক
১১.	ব্যাংক টু ব্যাক এলসির বিপরীতে স্বীকৃত বিলের দায় পরিশোধ প্রসঙ্গে।	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে, প্রচলিত ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী, এডি ব্যাংকসমূহ রপ্তানি আদেশ এর বিপরীতে খোলা ব্যাক টু ব্যাক এলসির স্বীকৃত বিলের দায় মেয়াদ পূর্তিতে পরিশোধের জন্য গ্রাহকের	সকল ব্যাংক

			<p>মার্জিন অথবা ERQ একাউন্টে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা না থাকলে, ব্যাংকের নিজস্ব অর্থায়নে টাকায় ঋণ দিয়ে থাকে। পরবর্তীতে, রপ্তানি মূল্য প্রত্যাভাসিত হলে বৈদেশিক মুদ্রাকে টাকায় নগদায়ন করে উল্লেখিত ঋণ পরিশোধ করা হয়। এ প্রক্রিয়ায়, ঋণ করার সময় বিক্রয় রেট ব্যবহার করে বৈদেশিক মুদ্রা থেকে টাকায় রূপান্তর করা হয় এবং প্রত্যাভাসনের সময় ক্রয় রেট ব্যবহার করে নগদায়ন করা হয়, যা পরবর্তীতে টাকায় সৃষ্ট উক্ত ঋণ পরিশোধের জন্য ব্যবহার করা হয়। ফলস্বরূপ, গ্রাহকগণ বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয় বিক্রয় রেট সংশ্লিষ্ট পার্থক্যের কারণে লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছেন। এ পরিস্থিতিতে, স্বীকৃত আমদানি বিলের দায় পরিশোধের জন্য গ্রাহকের একাউন্টে পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা অনুপস্থিত থাকলে ব্যাংক টাকায় লোনের পরিবর্তে সরাসরি বৈদেশিক মুদ্রায় অর্থায়নের এবং রপ্তানি মূল্য প্রত্যাভাসনের পর প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে উক্ত ঋণ সমন্বয় করার সুযোগ রয়েছে কিনা বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক সভায় পেশ করলে এ বিষয়ে বিদ্যমান বিধান বলবৎ রাখার ব্যাপারে মতামত ব্যক্ত করলে সভার সভাপতি তা অনুসরণ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।</p>	
১২.	<p>রপ্তানির ক্ষেত্রে ১০০% অগ্রিম পেমেন্টের বিপরীতে বিদেশী ক্রেতাদের ক্রেডিট রিপোর্টের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে।</p>	<p>ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি</p>	<p>রফতানি আয় প্রত্যাভাসন নিশ্চিত করার জন্য ক্রেতা/চালানকারীদের সত্যতা / ক্রেডেনশিয়াল গ্রহণের বিধান রয়েছে। কিন্তু যে ক্ষেত্রে রফতানি আয়ের শতভাগ অগ্রিম পাওয়া গেছে, সেসব ক্ষেত্রে যথাযথ ডিউ ডিলিজেন্স যেমন মূল্য যাচাইকরণ, sanction চেকিং, TBML সতর্কতা ইত্যাদি যথানিয়মে পরিপালন সাপেক্ষে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে ক্রেডিট রিপোর্ট এজেন্সি থেকে ক্রেতার ক্রেডিট রিপোর্ট সংগ্রহের বাধ্যবাধকতা শিথিল করলে কিছু বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হতে পারে। তাছাড়া, অন্যান্য ক্ষেত্রে আমদানি এলসি খোলার সময় সরবরাহকারীর ক্রেডিট রিপোর্টের মতো রফতানির বিপরীতে ক্রেতার ক্রেডিট রিপোর্টের জন্য ন্যূনতম মূল্য থ্রেশহোল্ড (অর্থাৎ ১০ হাজার মার্কিন ডলার) রাখা যায় কি না বিষয়গুলো বিবেচনার জন্য ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি সভায় পেশ করেন। আলোচনায় অংশ নিয়ে এফইপিডির পরিচালক মহোদয় সাপ্লায়ার্স/বায়ার্স ক্রেডিট রিপোর্ট সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিধান বলবৎ থাকার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করলে সভার সভাপতি তা সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুসরণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।</p>	-
১৩	<p>ইপিজেডে অবস্থিত Type B & C এর রপ্তানি আয়ের মূল্য সংযোজন অংশ ৩০ দিন ধরে সংরক্ষণ প্রসঙ্গে।</p>	<p>ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি</p>	<p>ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসির প্রতিনিধি বাজার পরিস্থিতি এবং ইপিজেডে টাইপ বি অ্যান্ড সি কোম্পানিগুলোর তীব্র চাহিদা বিবেচনায় ইপিজেডে টাইপ বি অ্যান্ড সি কোম্পানিগুলোকে তাদের সিঙ্গেল পুল অ্যাকাউন্ট/এফসি অ্যাকাউন্টে ৩০ দিনের জন্য মূল্য সংযোজন অংশ ধরে রাখার সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাবনার প্রেক্ষিতে এফইপিডির পরিচালক মহোদয় সভাকে জানান যে, বিদ্যমান বিধান মোতাবেক ইপিজেড ভিত্তিক কোম্পানিগুলো সর্বোচ্চ ৮০% পর্যন্ত মূল্য সংযোজন অংশ ধরে রাখতে পারে; তাছাড়া ব্যাক টু ব্যাক আমদানির ক্ষেত্রে ৩৬০ দিন পর্যন্ত ডেফার্ড সুবিধা দেয়া হয়েছে। তাই এক্ষেত্রে কোন অসামঞ্জস্যতা নেই মর্মে তিনি জানান।</p>	-
১৪	<p>এফই সার্কুলার-৩৪/২০২১ মোতাবেক ইপিজেড/ইজেডের টাইপ সি কোম্পানী আইউ,</p>	<p>ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি</p>	<p>এফই সার্কুলার-৩৪/২০২১ এর প্রেক্ষিতে এফইপিডির পরিচালক মহোদয় বিশেষ সহায়তা ১% শুধুমাত্র নতুন বাজার (new market) দেশগুলির জন্য প্রযোজ্য মর্মে স্পষ্টীকরণ করেন। তবে যেহেতু নতুন বাজার নগদ সহায়তার বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয় নির্ধারণ করে থাকে তাই এক্ষেত্রে বাংলাদেশ</p>	-

	আমেরিকা ও কানাডায় রপ্তানির জন্য ১% বিশেষ নগদ প্রণোদনা দাবি করতে পারবে কিনা সে প্রসঙ্গে।		ব্যাংকের করণীয় কিছু নেই মর্মে সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হয়।	
১৫	মাস্টার কন্ট্রাক্ট এবং Replaced LC উভয়ের আওতায় ইএক্সপি ইস্যু প্রসঙ্গে।	ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি	বর্তমানে BBOEMS-এ, রফতানিকারকরা মাস্টার চুক্তি এবং রিপ্লেসমেন্ট এলসির আওতায় একই সাথে ইএক্সপি ইস্যু করতে পারেন না। কিন্তু বিদেশি ক্রেতারা আংশিকভাবে মাস্টার কন্ট্রাক্টের আওতায় এবং আংশিকভাবে রিপ্লেসমেন্ট এলসির আওতায় বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাক আমদানি করে মর্মে উল্লেখ করে International buyers দের demand অনুযায়ী উভয় মাস্টার কন্ট্রাক্ট এবং replaced LC এর আওতায় একই সাথে BOEMS এ ইএক্সপি ইস্যু করে রপ্তানি করার সুযোগ প্রদানের জন্য ব্র্যাক ব্যাংক পিএলসি সভায় অভিমত ব্যক্ত করেন। রপ্তানি বাণিজ্যের প্রেক্ষিত বিবেচনায় বিষয়টি পর্যালোচনা করে এফইওডি এফইপিডিতে প্রস্তাব প্রেরণ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	এফইওডি এবং রপ্তানি নীতি শাখা, এফইপিডি, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রঃকাঃ।

পরিশেষে সভায় উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



(কাজী রফিকুল হাসান)

আহবায়ক, বিবি-এডি ফোরাম

ও

নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক

